দৈনিক সংবাদ 94

তারিখ ...09 OCT 1992...
পৃষ্ঠা... ৬ ... কলাম ... ২ ...

কৃতী ছাত্রছাত্রীরা সন্ত্রাসমুক্ত শিক্ষাঙ্গন ও রাজনীতি চায়

(নিজস্ব বার্তা পরিবেশক)

ঢাকা বোর্ডের এইচএসসি পরীক্ষার কৃতী ছাত্র-ছাত্রীরা সন্ত্রাসমুক্ত সুষ্ঠু-সুন্দর পরিবেশে উচ্চশিক্ষা গ্রহণ করতে চায়। তারা চায় বিশ্ববিদ্যালয়সহ শিক্ষাঙ্গন-গুলোতে স্থায়ীভাবে অস্ত্রের ঝনঝনানি বন্ধ হোক। সুস্থ ও সুন্দর মানসিকতা বিকাশের অনুকূল পরিবেশ ফিরে আসুক।

কৃতী ছাত্র-ছাত্রীরা সুস্থ ধারার রাজ-নীতিকে পছন্দ করে। তারা বলেছে, সাম্প্রদায়িক রাজনীতিকে তারা ঘৃণা করে। অধিকাংশ কৃতী ছাত্র-ছাত্রীর মতে যুদ্ধাপরাধী গোলাম আযমের বিচার হওয়া উচিত।

সারাহ আহমেদ

সম্মিলিত মেধা তালিকায় প্রথম স্থান লাভকারী সারাহ আহমেদ আরো বলেছে, আমরা ক্রমেই মুখস্থনির্ভর হয়ে পড়ছি। এ ব্যবস্থার পরিবর্তন দরকার।

চার ভাইবোনের মধ্যে সবার ছোট সারাহ জানায়, সন্ত্রাস দূর করার জন্যে সব মহলের সচেতন হওয়া প্রয়োজন। সে দিনে গড়ে ৯/১০ ঘন্টা পড়াশোনা করতো। ৬ জন শিক্ষকের কাছে ব্যাচে প্রাইভেট পড়েছে। পিতা শামসুদ্দীন আহমেদ আইসি-ডিডিআরের ইলেট্রিক্যাল বিভাগের প্রধান।

পড়াশোনার বাইরে সারাহ গল্পের বই পড়ে ও গান শুনে সময় কাটায়। সারাহ ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে উচ্চশিক্ষা গ্রহণ করতে চায়।

শায়লা কাজী

শায়লা কাজী বলেছে ঃ ছাত্ররাজনীতির ধারা টাকে এমনভাবে পাল্টে ফেলা উচিত, যাতে ভাল ছাত্রদের ছাত্ররাজনীতিতে পাওয়া যায়। তার মতে সকল মহলে সচেতনতা সৃষ্টি করা গেলে সন্ত্রাসী

কৃতী ঃ পৃঃ ১২ কঃ ৩

কৃতী ছাত্র ঃ সন্ত্রাসমুক্ত শিক্ষাঙ্গন চায়

(১ম পৃষ্ঠার পর)

পরিস্থিতির উত্তরণ সম্ভব।

শায়লা জানায়, পরীক্ষায় নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন পদ্ধতি যথেষ্ট নয়, যাতে মেধা যাচাই হয় সেজন্য পরীক্ষা পদ্ধতিতে সামঞ্জস্য প্রয়োজন। ২ ভাইবোনের মধ্যে বড় শায়লা ডাক্তার হতে চায়। গড়ে সে ১০/১২ ঘন্টা পড়াশোনা করতো। শায়লার বাবা কাজী বজলুর রহমান বিসিকের এজিএম, মা ডাঃ মাহফুজা বানু মিডফোর্ড হাসপাতালে মেডিক্যাল অফিসার। শায়লা দেশদ্রোহী হিসেবে গোলাম আযমের বিচার চায়।

ফারাহ নাজ আমিন

ফারাহ নাজ আমিনের মতে ঃ ছাত্রদের নিজস্ব ইস্যু নিয়ে আন্দোলন করা উচিত এবং শুধুমাত্র বৃহত্তর স্বার্থে তারা জাতীয় রাজনীতির ক্ষেত্রে সম্পৃক্ত হতে পারে। সে চায়, যুদ্ধাপরাধী হিসেবে গোলাম আযমের বিচার হোক।

দু' বোনের মধ্যে ছোট ফারাহ রোজ গড়ে ৭/৮ ঘন্টা পড়াশোনা করেছে। তার পিতা বিচারপতি মোঃ রুহুল আমিন একজন বিচারপতি। মা নুরজাহান আমিন গৃহবধূ। বইপড়া, গান শোনা তার শখ। ফারাহ ভবিষ্যতে প্রকৌশলী হতে চায়।

সালমা বেগম

কলা, ইসলামিক শিক্ষা ও সঙ্গীত শাখায় সম্মিলিত মেধা তালিকায় দ্বিতীয় এবং মেয়েদের মধ্যে প্রথম স্থান অধিকারী। সালমা বেগমের মতে আরো ভাল ফল তার প্রত্যাশিত ছিল। সে জানিয়েছে, ভবিষ্যতে সে অর্থনীতির শিক্ষিকা হতে চায়।

তার মতে ছাত্রদের রাজনীতি সচেতন থাকা উচিত।

মৌসুমী রহমান

কলা, ইসলামিক শিক্ষা ও সঙ্গীত শাখায় সম্মিলিত মেধা তালিকায় যুগ্মভাবে তৃতীয় স্থান অধিকারী মৌসুমী রহমান অর্থনীতিবিদ হতে চায়। সে জানায়, বাবা-মা এবং স্কুলের শিক্ষক-শিক্ষিকারা তার ভালো ফলাফলের পেছনে প্রেরণা যুগি-য়েছেন।

মৌসুমীর বাবা মিজানুর রহমান ঢাকার কর কমিশনার এবং মা হাসিনা আখতার ইডেন কলেজের অর্থনীতির সহকারী অধ্যাপিকা। মৌসুমী ছাত্র রাজনীতিতে সন্ত্রাসমুক্ত, শিক্ষা সম্পর্কিত বিষয়কেন্দ্রিক সুস্থ ধারার পক্ষপাতী।

রেজাউল আলম চৌধুরী

বিজ্ঞান বিভাগে ৫ম স্থান অধিকারী রেজাউল আলম চৌধুরী জানায় সে কম্পিউটার ইঞ্জিনিয়ার হতে চায়।

সে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের সরবরাহ ও পরিদর্শন অধিদপ্তরের সহকারী পরিচালক আজমজা চৌধুরীর একমাত্র ছেলে। তার মা বেগম সাজেদা কোহিনূর একজন গৃহিণী।

মুন্তারী আলম

বাণিজ্য শাখায় সম্মিলিত মেধা তালি-কায় ২য় মুন্তারী আলম ম্যাগনোলিয়া। শেখ বোরহানউদ্দিন কলেজের ব্যবস্থাপনা বিভা-গের শিক্ষক প্রফেসর জানে আলম ও নাজমা আলমের ২য় কন্যা মুন্তারী দিনে গড়ে ৬/৭ ঘন্টা করে পড়েছে। তার মতে ছাত্রদের অবশ্যই ছাত্ররাজনীতি করা উচিত; তবে তা সুস্থ ধারার।

মুন্তারী ভবিষ্যতে বিবিএ অথবা ফিন্যান্সে উচ্চশিক্ষা গ্রহণ করতে চায়।

সে মনে করে, গোলাম আযমসহ সব যুদ্ধাপরাধীর বিচার হওয়া অপরিহার্য।

মঈনুল ইসলাম

সম্মিলিত মেধা তালিকায় ২য় মোঃ মঈনুল ইসলাম সন্ত্রাসমুক্ত শিক্ষাঙ্গন প্রতি-ষ্ঠার জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ও ছাত্র-দের আরো বেশি সচেতন হওয়ার ব্যাপারে মত ব্যক্ত করেছে।

তিন ভাইবোনের মধ্যে মেঝ মঈনুল দিনে ৬/৭ ঘন্টা পড়াশুনা করতো। তার পিতা নজরুল ইসলাম বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ডের একজন প্রকৌশলী, মা মনোয়ারা ইসলাম একজন গৃহবধূ। সে ভবিষ্যতে ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার হতে চায়।

নাঈমা বিনতে ফারুকী

কাজী নাঈমা বিনতে ফারুকী বাণিজ্য শাখায় ছেলেমেয়েদের মাঝে প্রথম হয়েছে। নাঈমা সন্ত্রাসমুক্ত শিক্ষাঙ্গন চায়। সে গড়ে ৫/৬ ঘন্টা পড়াশুনা করেছে। ৪ ভাইবোনের মধ্যে সবার ছোট নাঈমার বাবা কাজী মোঃ নূরুল ইসলাম ফারুকী ঢাকা কমার্স কলেজের ব্যবস্থাপনা বিভাগের শিক্ষক। মা শামসুন্নাহার ফারুকী লাল-মাটিয়া কলেজের শিক্ষিকা। নাঈমা অবসরে গান শুনে, বই পড়ে সময় কাটায়। সে ভবিষ্যতে শিক্ষক হতে চায়।

রেজাউল হক শিমুল

সম্মিলিত মেধা তালিকায় চতুর্থ স্থান অর্জনকারী মেধাবী ছাত্র রেজাউল হক শিমুল জানান, গোলাম আযমসহ সকল যুদ্ধাপরাধীর একে একে বিচার হওয়া প্রয়োজন। শিমুলের মতে, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সন্ত্রাস অবসানের জন্য সম্মিলিত প্রয়াস প্রয়োজন।

৩ ভাইবোনের মধ্যে সবার বড় শিমুল ভবিষ্যতে প্রকৌশলী হতে চায়। সরাসরি কোন ছাত্র সংগঠনের সাথে যুক্ত না থাকলেও শিমুল ছাত্রলীগের (মে-ই) রাজ-নীতি পছন্দ করে। তার পিতা এ, কে ফজলুল হক গণপূর্ত বিভাগের একজন প্রকৌশলী। মা নাসরিন হক একজন গৃহবধূ।